بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৭-০৯/০৬ | সোমবার, ২৯ রমযান, ১৪৩৭ হিজরী | ০৪/০৭/২০১৬ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গুলশান হামলা: হিযবুত তাহ্‌রীর, দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যে, ইসলাম এবং ইসলামী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি কুৎসা রটানো উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত প্রচারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

হিযবুত তাহ্‌রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ, এই ন্যাক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে, যে হামলায় প্রায় ৩০টি তাজা প্রাণ ঝরে পড়েছে। এধরণের চিন্তাশূণ্য হত্যাকান্ডের সাথে ইসলামের নূন্যতমও কোনো সম্পর্ক নাই। আলস্নাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে।" [সুরা আল-মা'য়িদাহ্: ৩২]

মুলতঃ এই হামলা ইসলামের বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত প্রচারণার অংশ। এই হামলার (এবং পাশাপাশি দেশব্যাপী চলমান গুপ্ত হত্যাকান্ড পরিচালনার) সুস্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম এবং বাংলাদেশে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যনিষ্ঠ ইসলামী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি কুৎসা রটনা করা। ইসলামের শত্রুরা - ক্রুসেডার মার্কিন ও তার সাম্রাজ্যবাদী মিত্ররা এই দেশের মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী শাসনের (খিলাফত) জন্য অভূতপূর্ব ও ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী দাবীকে প্রত্যক্ষ করছে এবং এতে তারা শঙ্কিত। আর এজন্যই আমরা প্রত্যক্ষ করছি এই ধরণের প্রতিটি হামলার পরেই আমেরিকা (এবং এর মিত্ররা) বাংলাদেশে আইএসআইএস-এর উপস্থিতির ব্যাপারে তাদের দাবীর প্রতি দৃঢ় ও অনড় থেকেছে; বিগত কয়েক মাস যাবৎ চলমান গুপ্ত হত্যাকান্ড ছিল মুলত এই বৃহৎ হামলার প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করা। তারা ইসলাম এবং ইসলামী শাসনকে চিন্তাশূণ্য সহিংসতা এবং আইএসআইএস-এর সাথে জড়াতে চায়, যে কিনা হিংস্রতা ও নৃসংশতার জন্য বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করেছে।

এই সমন্বিত প্রচারণার দ্বারা ইসলামের শত্রুরা ইসলামী শাসন ও খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজের প্রতি একটি নেতিবাচক জনমত তৈরির মাধ্যমে স্রোতকে বিপরীতমূখী করতে চায়। ইসলামী শাসনের দাবীকে দমন এবং ইসলামের রাজনৈতিক কর্মকান্ড হতে জনগণকে দূরে রাখতে তারা সমাজে আতঙ্ক তৈরি এবং জনগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে চায়। ইসলামের রাজনৈতিক আহ্বানের পথে বাঁধা তৈরি করতে, ইসলামী রাজ নৈতিক কর্মকান্ডকে কঠিনতর এবং এর গতিকে মন্থর করতে ইসলামের রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপপ্রচার এবং দমনমূলক আইন প্রয়োগ করছে, এবং এর মাধ্যমে তারা তাদের ও দালাল সরকারের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লাইসেন্স অর্জন করতে চায়... এসব হামলা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের আরও হস্তক্ষেপের অনুমোদন দেয় এবং ইসলামের রাজনৈতিক আহ্বানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মার্কিন ও তার মিত্রদের কর্তৃক আমাদের সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর অভ্যন্তরে আরও গভীরতর অনুপ্রবেশের সুযোগ করে দেয়। আর এর জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, প্রতিটি হামলার পর মার্কিনীরা (এবং তাদের মিত্ররা) তথাকথিত সন্ত্রাসবাদ দমন ও নিরাপত্তা সহযোগীতার নামে এই দালাল সরকারের কাছ থেকে আরও আরও সুবিধা ও ছাড় আদায় করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে। এবং এটা একটি পূর্বপরিকল্পিত গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে যা আমরা ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রত্যক্ষ করেছি - আরও ফ্যাঁসাদ তৈরি করতে তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রকাশ্য উপস্থিতি এবং তাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য ঘাতক বাহিনীগুলোর অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করা।

হে মুসলিমগণ! হে নিষ্ঠাবান, সচেতন ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ!

ক্রুসেডার মার্কিন এবং তার মিত্ররা আপনাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর প্রচারণায় লিপ্ত। আমরা দেখেছি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে কিভাবে তারা ইরাককে ধ্বংস করেছে। আমরা দেখছি পাকিস্তানজুড়ে কিভাবে তারা ফ্যাঁসাদ ও রক্তপাত ঘটাচ্ছে। আমরা দেখছি আইএসআইএস-এর উপস্থিতির দ্বারা কিভাবে তারা সিরিয়ার কসাই, বাশার আল আসাদকে সমর্থন দিচ্ছে এবং খিলাফত রাষ্ট্রের দাবীতে সোচ্চার বিদ্রোহী জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে; যখন সিরিয়ার জনগণ বাশারকে অপসারণ ও খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ঠিক তখনই আইএসআইএস-এর উত্থান ঘটে এবং এটি নিজেকে খিলাফত হিসেবে দাবি করে যদিও এটি শারী'আহ্ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য কোনো ইসলামী রাষ্ট্র নয়, বরং এটা খিলাফত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

আপনাদের দ্বীন এবং দেশের বিরুদ্ধে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত মোকাবেলায় হাসিনা সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বরং সে তার অনৈসলামী ও ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির কারণে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে এবং এসব সহিংস কর্মকান্ডকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ব্যবহার করছে। ২রা জুলাই (২০১৬), শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষণে ইতিমধ্যে ইসলামের দিকে তার আঙ্গুল নির্দেশ করেছে এবং গুলশান হামলার জন্য

"তরুণদেরকে ধর্ম দ্বারা মগধোলাই করা হয়েছে"। এবং সে তার বক্তব্যে অস্পষ্ট ও সাদামাটাভাবে এই জাতীয় সংকট মোকাবেলার কথা বলেছে; "তৃণমূল পর্যায়ের সন্ত্রাসনির্মূল কমিটি" কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তাদের চক্রান্তকে মোকাবেলা করবে? শেখ হাসিনা পরিকল্পিতভাবেই বর্তমান পরিস্থিতি ও তা মোকাবেলার বিষয়টিকে অস্পষ্ট রেখেছে কারণ সে এবং তার সরকার হচ্ছে আমেরিকা ও তার মিত্রদের দালাল। তারা মেরুদন্ডহীন, সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রকে বলিষ্ঠভাবে উন্মোচন ও তা নিশ্চিহ্ন করার সাহস তাদের নেই। এজন্যই সে জঙ্গিবিরোধী সাড়াশি অভিযানের নামে ইসলাম ও জনগণের বিরুদ্ধে মাঠে নামে।

সাম্রাজ্যবাদীদের মোকাবেলার একমাত্র পথ হচ্ছে তাদের কৌশলকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া। তারা ইসলামী শাসন ও ইসলামী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতি কুৎসা রটিয়ে আপনাদেরকে ইসলাম হতে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। সুতরাং ইসলাম এবং খিলাফতের জন্য আপনাদের কাজ এবং দাবীকে তার চেয়েও জোড়ালো করতে হবে। এবং এই দেশে খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুন যা এসব চক্রান্তকারীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবে এবং ফ্যাঁসাদ ও রক্তপাতের অবসান ঘটাবে।

খিলাফত কোন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র নয়। এটা জনগণের রাষ্ট্র, মুসলিম এবং অমুসলিমদের, এবং জনগণের তত্ত্বাবধান করে। এটা জনগণের উপর যুলুম করে না, তাদের জীবনকে দূর্বিসহ করে তোলে না। এটা জোরপূর্বক জনগণকে শাসন করে না কিংবা জনগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে না, জনগণকে বহিষ্কার করে না বরং কাছে টানে এবং জনগণের ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে শাসন করে। খিলাফত ইসলামের ন্যায়বিচারকে ভু-খন্ডে ছড়িয়ে দেয়; এটা হচ্ছে মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ... ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ **"এবং আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি"** [সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ